ভোরের কাগজ

পুলিশ ও ছাত্রদলের হামলায় সরকারের প্রত্যক্ষ হাত?

মিটন হায়দার/এহসানুল হক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গতকাল আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের ওপর পুলিশ ও ছাত্রদলের যুগপৎ হামলার পেছনে সরকারের প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে। আন্দোলনরতদেরকে বেধড়ক লাঠিপেটা করার জন্য একজন নবীন প্রতিমন্ত্রী উচ্চ পর্যায়ের এক বৈঠকে প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং পরে সেই প্রস্তাবই নির্দেশাকারে পুলিশের কাছে যায়। অন্যদিকে ছাত্রদলের হামলা সম্পর্কে একটি গোয়েন্দা সংস্থা অগ্রিম রিপোর্ট দেওয়া সত্ত্বেও সরকার তা ঠেকাতে কোনো পদক্ষেপই নেয়নি।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে খোদ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় রহস্যজনকভাবে নিষ্ক্রিয় রয়েছে। তবে সরকারের বেশ কয়েকজন নীতিনির্ধারক বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে নিলেও তারা ● শেষ-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

তারিখ ...... পৃষ্ঠা ...... কলাম ......

পুলিশ ও ছাত্রদলের হামলায়

কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন। অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট দুটি মন্ত্রণালয়ের একটি অংশ বিভিন্নভাবে একের পর এক কঠোর নির্দেশ দিয়ে পরিস্থিতি সংঘাতময়তার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। সরকারের একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়, গতকাল সোমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশের হামলার ঘটনাটি একজন নবীন প্রতিমন্ত্রীর নির্দেশেই হয়েছে। আর এই নির্দেশ পেয়েই মাঠ পর্যায়ে পুলিশ সদস্যরা আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, সাংবাদিকদের গ্রেপ্তার না করে তাদের ওপর নানা অজুহাতে নির্যাতন চালিয়েছে। সূত্র জানায়, নির্দেশে বলা হয়েছে আন্দোলনরতদের ছবি তুলে রাখতে এবং পরবর্তী সময়ে সে অনুযায়ী মামলা দায়ের করে গ্রেপ্তার করতে। পুলিশের একজন উপ-পুলিশ কমিশনার পদমর্যাদার এক কর্মকর্তা ভোরের কাগজকে বলেন, তারা পুলিশের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছ থেকে মৌখিক নির্দেশ পেয়েছেন যে, আন্দোলনরত কাউকে গ্রেপ্তার না করে পরিস্থিতি অনুযায়ী তাদের হাড়গোড় ভেঙে দেওয়ার জন্য। এক্ষেত্রে ছাত্র-শিক্ষক, সাংবাদিক কাউকে বাছবিচার না করার জন্যও বলা হয়েছে। সূত্র জানায়, এজন্য গতকাল একজন বিতর্কিত পুলিশ অফিসারকে সেখানে দাঁড়িয়ে দেওয়া হয়। এই অফিসার বিএনপির দলীয় অফিসার হিসেবে পুলিশ মহলে অধিক পরিচিত। একই নির্দেশে স্টিল এবং ভিডিও ক্যামেরার মাধ্যমে ছবি তুলে রেখে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের এবং বর্তমান পরিস্থিতি শান্ত হয়ে যাওয়ার পর মামলার সূত্র ধরে কৌশলে তাদের গ্রেপ্তার করার ব্যাপারেও আগাম নির্দেশ দেওয়া হয়। গতকালের ঘটনা প্রসঙ্গে ঐ কর্মকর্তা বলেন, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার মৌখিক নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল আন্দোলনরতদের দমাতে যখন টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ ও লাঠিচার্জ করা হয় তখন পরিস্থিতির কারণে ২১ জন ধরা পড়ে। এ অবস্থায় পুলিশ বেকায়দায় পড়ে যায়। বিষয়টি আইজিপি জানার পর তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে নিয়ে ছেড়ে দেওয়ার জন্য বললে একজন কর্মকর্তা এর বিরোধিতা করে বলেন, থানায় নিয়ে মুচলেকা দিয়ে তাদের ছেড়ে দেওয়া আইনসম্মত হবে। আইজিপি এসব কথাবার্তা ওয়ারলেসের মাধ্যমে বলছিলেন। তাছাড়া আইজিপি পুলিশ কমিশনারকে ত্বরিত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নির্দেশও দেন। এই ২১ জনের মধ্যে ১৭ জনকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে নিয়ে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে এবং থাপ্পড় মেরে ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু পুলিশের সঙ্গে তর্ক করার অভিযোগে চারজনকে রমনা থানায় নিয়ে প্রায় ১ ঘণ্টা আটকে রেখে মুচলেকা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। ঐ কর্মকর্তা বলেন, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার নির্দেশ তারা মাঠ পর্যায়ের সদস্যদের জানিয়ে দেওয়ায় গতকাল আন্দোলনরত ছাড়াও সাংবাদিকরাও পুলিশের নির্যাতন থেকে রক্ষা পাননি।

সরকারের একটি ঘনিষ্ঠ সূত্র বলেছে, যে রাতে শামসুন্নাহার হলে পুলিশের হামলার ঘটনা ঘটে তার প্রায় ৮ ঘণ্টা পর (গত বুধবার সকাল ১১টায়) আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠক হয়। শামসুন্নাহার হলের এমন একটি স্পর্শকাতর বিষয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঐ বৈঠকে জানানোর কোনো প্রয়োজন বোধ করেননি। ঐ সূত্র বলেছে, শামসুন্নাহার হলে পুলিশি হামলার একদিন পর একাধিক গোয়েন্দা সংস্থা এক রিপোর্টে সরকারকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরবর্তী সম্ভাব্য সহিংসতার ব্যাপারে সতর্ক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করেছিল। ঐ রিপোর্টে বলা হয়েছিল আন্দোলনরত সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে ছাত্রদলের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের সমূহ আশঙ্কা রয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই রিপোর্টের ব্যাপারে অদ্যাবধি কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। ফলে গতকাল যা হবার তাই হয়েছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও পুলিশ বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ওপর সরকারের এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ঐ বৈঠকে উপস্থিত একজন ক্ষমতাশালী নবীন প্রতিমন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাজমান আন্দোলনমুখর পরিস্থিতি সামাল দিতে শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী নির্বিশেষে সকলকে কঠোর হস্তে দমন করার নির্দেশ দেন। তিন দিন আগে প্রতিমন্ত্রীর দেওয়া ঐ নির্দেশ কার্যকর করতে গিয়েই মূলত পুলিশ সদস্যরা গতকাল নিরীহ শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী ও সাংবাদিকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছেন বলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সূত্রে নিশ্চিত হওয়া গেছে।

এদিকে সরকারের আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির দুজন সদস্য (সিনিয়র মন্ত্রী) নাম প্রকাশ না করার শর্তে গতকাল ভোরের কাগজকে বলেন, রাতের অন্ধকারে ছাত্রী হলে পুলিশি অভিযান এবং পরবর্তী সময়ে ছাত্রীদের গ্রেপ্তারের মতো স্পর্শকাতর ঘটনাটি বুধবার সকালে

পাটুরিয়া ও সিরাজগঞ্জে যমুনা, গোয়ালন্দ ও ভাগ্যকুলে পদ্মা, নারায়ণগঞ্জে লক্ষ্যা, কানাইঘাটে সুরমা ও ভৈরববাজারে মেঘনা নদীর পানি বিপদসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ৪৬টি পানির মাত্রা পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের মধ্যে ২৫টি পয়েন্টে পানি বৃদ্ধি, ২০টি পয়েন্টে হ্রাস ও ১টিতে পানি স্থির রয়েছে বলে বুলেটিনে উল্লেখ করা হয়।

আমাদের প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

সিরাজগঞ্জ : সিরাজগঞ্জের বন্যা পরিস্থিতি আরো অবনতি হয়েছে। গতকাল সোমবার সিরাজগঞ্জের কাছে যমুনা নদীর পানি আরো ১১ সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পেয়েছে। নদীর পানি এখন বিপদসীমার ৭১ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

শৈলাবাড়ী, ভাটপিয়ার এলাকায় নদী ভাঙনের ফলে ব্রহ্মপুত্র বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ